

জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানীর স্বীকৃতি মার্কিনী ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখে দাঁড়াও



জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানীর স্বীকৃতির প্রতিবাদে সিপিবি-বাসদ ও বাম মোর্চার প্রতিবাদ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেম নগরীকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রতিবাদে ৭ ডিসেম্বর '১৭ সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা'র আহ্বানে প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশারেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, গণসংহতি আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ফিরোজ আহমেদ, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক। সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা নজরুল ইসলাম।

কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, ১৯৯৩ সালে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তিতে জেরুজালেম বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইস্যুটি পরবর্তীতে নির্ধারিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর পূর্ব জেরুজালেমে অবৈধ ইহুদি বসতি গড়ে তোলা হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে দুই লাখ ইহুদিকে অভিবাসী করা হয়। জেরুজালেমের উপর ইসরাইলি সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। ১৯৯৫ সালে 'জেরুজালেম অ্যাম্বেসি অ্যাক্ট' প্রণীত হওয়ার পর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সকল রাষ্ট্রপতিগণ এ আইন বাস্তবায়ন না করে প্রলম্বিত করেছেন।

তিনি বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকে 'বাস্তবতার প্রতি স্বীকৃতি' প্রদান বলে দাবি করেছেন, যা সত্য নয়। সত্য হচ্ছে ট্রাম্প তার জায়নবাদী ইহুদি সমর্থকদের নির্বাচনের সময় যে অঙ্গীকার করেছিলেন সে অঙ্গীকার পূরণের জন্যই এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির এ ঘোষণা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তির বরখেলাপ করে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অতি উৎসাহী এ উদ্যোগ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলবে। ফিলিস্তিনীদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম নতুন্যাত করার এ চক্রান্ত মধ্যপ্রাচ্যে আঙন জ্বালিয়ে দিবে। সারা পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও উগ্রতাকে উসকে দিবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে উস্কানী প্রদানকারী এ সিদ্ধান্ত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সরে আসার আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক আইন ও ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি মান্য করে জেরুজালেম নগরীকে সকল ধর্মের মানুষের পবিত্র নগরী হিসেবে উন্মুক্ত রাখার আহ্বান জানান। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিরবতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারকে মার্কিনীদের আধিপত্যবাদী আচরণের নিন্দা জানানোর এবং ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্বার করার আহ্বান জানান। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর অসাম্প্রদায়িক, শান্তিকামী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনতার মতো বাংলাদেশের মানুষকেও জোটবদ্ধ হয়ে রাজপথে নেমে প্রতিবাদমুখর হওয়ার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করে মার্কিন রাষ্ট্রপতির এহেন সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী আচরণের নিন্দা জানানোর জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদের উপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতাকে পুনরায় বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মার্কিনীদের এই চক্রান্তকে নস্যাত্ন করার জন্য নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘকে উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশ ঘণার প্রতীক হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিকৃতিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্লোগান দিয়ে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে।